কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়।
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০৯৭.০১.০০৭.১৬.১৫৭

তারিখ : ০৮ চৈত্র, ১৪২৪ / ২২ মার্চ, ২০১৮

বিষয় : "বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮" এর খসড়ার ওপর অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৪-০৩-২০১৮ তারিখে **"বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮"** এর খসড়ার ওপর অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ক) সভার কার্যবিবরণী;
খ) উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক';
গ) প্রস্তাবিত **"বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮"** এর খসড়া।

২২.০৩.১৮

(মো: আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৪০২৩৮
E-mail: azimseed@gmail.com

সদয় কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, দিলকুশা, ঢাকা;
০৩। সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৪। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৫। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৬। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৭। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৮। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৯। অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি/গবেষণা/মহাপরিচালক (বীজ অনুবিভাগ)), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
১১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১২। প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, শেকৃবি, ঢাকা;
১৩। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা -১২১৫;
১৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১;
১৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১;
১৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
১৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০০;
১৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদি, পাবনা-৬৬২০;
১৯। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
২০। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর-১৭০১;
২১। সদস্য পরিচালক (শস্য), শস্য বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা;
২২। প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান (অব:), বাকৃবি, ময়মনসিংহ ও উপদেষ্টা, এসিআই এগ্রিবিজনেস;
২৩। ড. মো. আবদুর রাজ্জাক, সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা;
২৪। ড. ফা. হ. আনসারী, নির্বাহী পরিচালক, এসিআই এগ্রিবিজনেস, তেজগাঁও, ঢাকা;
২৫। মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোম্পানী, উত্তরা, ঢাকা;

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীসহ আইনের খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
০৩। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

"বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (Bangladesh Plant Genetic Resources Institute Act, 2018)" এর খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ১৪ মার্চ ২০১৮
সময় : সকাল ১১.০০টা
স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আইনটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার আহবান জানান। আইনের খসড়া প্রণয়ন সম্পর্কিত গঠিত কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. শাহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, শেকৃবি সভাকে আইনটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করেন। অতিরিক্ত সচিব, পিপিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়, আইনটির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সুস্পস্টভাবে প্রস্তাবনা অংশে উল্লেখ করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর প্রধান বীজতত্ত্ববিদ সভাপতির অনুমতিক্রমে আইনটির খসড়া ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন আইনটি যেহেতু বাংলায় প্রস্তাব করা হয়েছে; সেহেতু আইনটির নামকরণ বাংলায় হওয়া প্রয়োজন। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেসরকারি সেক্টর এর প্রতিনিধি, দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিববৃন্দ প্রস্তাবিত খসড়া আইনের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- প্রস্তাবিত আইনটির নাম "বাংলাদেশ প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট আইন" এর পরিবর্তে বাংলায় "বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন" (Bangladesh Plant Genetic Resources Institute Act) নামে সংশোধন করতে হবে।
- আইনটির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আরো সুস্পস্টভাবে প্রস্তাবনা (Preamble) অংশে উল্লেখ করতে হবে।
- "সংক্ষিপ্ত শিরোনাম প্রয়োগ ও প্রবর্তন" সম্পর্কিত ধারা ১ এ 'প্রয়োগ' শব্দটি এবং উপধারা ৩-এ "ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে" কথাটি বাদ দিতে হবে।
- 'অবৈধ ব্যবহার' সংজ্ঞার্থ থেকে বাদ দিয়ে 'ধংস' ও 'ব্যক্তি' এর অর্থ সংজ্ঞার্থে নতুনভাবে সংযোজন করতে হবে।
- "বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট এর সাধারণ কার্যাবলী" সম্পর্কিত ধারা ৫-এ "উদ্ভিদ সংশ্লিষ্ট লোকায়ত জ্ঞান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ" বাক্যটি সংযোজন করতে হবে।
- "বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট এর সাধারণ কার্যাবলী" সম্পর্কিত ধারা ৫-এ "কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের উদ্ভিদ কৌলিসম্পদের অপব্যবহার, ধংস বা পাচার প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ" বাক্যটি সংযোজন করতে হবে।

- "উপদেষ্টা পরিষদ ও উহার গঠন" সম্পর্কিত ধারা ৭-এ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড-কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- "ব্যবস্থাপনা বোর্ড ও উহার গঠন" সম্পর্কিত ধারা ৯-এ ব্যবস্থাপনা বোর্ড এর সদস্য হিসেবে পরিচালক, গবেষণা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং পরিচালক, গবেষণা, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- "অপরাধ, দন্ড ও আপীল" সম্পর্কিত ধারা ১৩-এ 'আপীল' অংশটি বাদ দিতে হবে এবং ধারাটি নতুনভাবে পূণর্গঠন করতে হবে।

- "মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ" সম্পর্কিত ধারা ১৭ বাদ দিতে হবে।

- "কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ" সম্পর্কিত ধারা ১৯-এ 'কর্মকর্তা' শব্দটি বাদ দিতে হবে।

- "বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা" সম্পর্কিত ধারা ২৬ এবং "প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা" সম্পর্কিত ধারা ২৭ একত্র করে "বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ণের ক্ষমতা" সম্পর্কিত ধারায় পুণর্বিন্যাস করতে হবে।

- মন্ত্রণালয়ের সদ্য প্রণীত অন্যান্য আইনের সাথে প্রস্তাবিত আইনের ধারাগুলো মিলিয়ে আইনের পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রণয়ন করতে হবে;

- আজকের সভায় প্রাপ্ত মতামত সংযোজন, বিয়োজন ও ভাষাগত পরিবর্তন করে প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের নিকট প্রেরণ করতে হবে;

- "বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন" এর খসড়ার ওপর আরো কোনো মতামত থাকলে তা আগামী ৩১ মার্চ ২০১৮ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

- পরিশেষে সভাপতি সভায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

কৃষিই সমৃদ্ধি

পরিশিষ্ট-খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

"বাংলাদেশ প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮" এর খসড়ার ওপর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরের তালিকা

বিষয় : "বাংলাদেশ প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮" এর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা
তারিখ : ১৪-০৩-২০১৮ খ্রি:, সময় : বেলা ১১.০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি : সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্র: নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	[illegible] উদ্দিন আহমেদ	অতিরিক্ত সচিব (বীজ উইং) কৃষি মন্ত্রণালয়		[signature]
২	মো: [illegible] ওসমান ([illegible])	অতি: সচিব কৃষি মন্ত্র:		[signature]
৩	মো: [illegible] রশীদ ভূঁইয়া	প্রধান [illegible]	ipbacfc2009@gmail.com 01552467945	[signature]
৪	ড. মো: মনজুরুল আলম	[illegible] বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	01713118907	[signature]
৫	মো: নজরুল ইসলাম	অতি: সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়		[signature]
৬	Md. Shahjahan Ali	Seed Technologist and Seed Regulation Specialist	01730013391 alliedmsali@yahoo.com	[signature] 14/3/2018
৭	মো: [illegible] জিলানী চৌধুরী	সদস্য পরিচালক (বীজ) বি.এ.ডি.সি বিএডিসি	01552355393 zilani71@gmail.com	[signature] ১৪/৩/১৮
৮	মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান	[illegible] প্রধান [illegible] বারি, গাজীপুর	01715-752595 zamanmk64@yahoo.co.uk	[signature] 14/3/2018
৯	ড. মো: রেজাউল করিম	[illegible] (ব্রি) [illegible]	01713201041 m.r.karimbalc@gmail.com	[signature] 14/3/2018
১০	মো: আবুল হাসেম	খাদ্য মন্ত্রণালয়	01915-683671 hashem3550@yahoo.com	[signature] 14/03/2018
১১	মো: খায়রুল কবীর মেনন	উপ সচিব [illegible] মন্ত্রণালয়	Khairul Kabir menon@gmail.com	[signature] ১৪/৩/১৮

১২	মেহেরমান্দ মাহমুদ	চেয়ারম্যান মুন্সিগঞ্জ পল্লী বো:	০১৭১১৫২১৬৬০	[signature]
১৩	ড. মো: আবদুর রাজ্জাক	সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান বি এ আরসি	০২৭২৪১৭৭৮৬১	[signature]
১৪	মো: আখতারুজ্জামান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	01819724670	[signature]
১৫	মো: আমীর উদ্দীন সরকার	উপসচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	01550151170	[signature]
১৬	মো: মোস্তফা আলী	অতি: পরিচালক ডিএই, খামারবাড়ী	01711437391	[signature]
১৭	মো: আবদুল মান্নান	উপ পরিচালক (বা. ব্যব.) বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	01720379535	[signature]
১৮	ড: মো: আবদুল মোমেন	মহাপরিচালক বিআইআরটিএ	০১৭১৩০৮২১১২	[signature]
১৯	ড. বি এম রফিকুল ইসলাম	মহাপরিচালক, বিনা	[illegible]813158197	[signature] ১৪.০৩
২০	ড. মো: আবু হেনা	মহাপরিচালক, বারি	০১৭১২২৬০০৮৩	[signature]
২১	মো: রফিকুল ইসলাম	যুগ্মসচিব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	01715-615168	[signature] ১৪/০৩/১৮
২২	মালেকা খায়রুন্নেছা	যুগ্মসচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	01711005646	[signature] ১৪/৩
২৩	মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন	মহাপরিচালক নিপোর্ট	01713063569	[signature] ১৪/৩/১৮
২৪	ড. মো: রফিকুল ইসলাম মন্ডল	নির্বাহী চেয়ারম্যান বি এ আর সি	01711466424	[signature] ১৪/৩/১৮
২৫	মো: মাহমুদ হোসেন	অতিরিক্ত পরিচালক (উদ্ভিদ) বিএডিসি	01818416912	[signature] ১৪/০৩/১৮

২৬	মো: নাজিমুজ্জামান চেয়ারম্যান	বিএ ডি সি		[signature]
২৭	ড. মইনুল হাসান প্রফেসর	বাকৃবি		[signature]
২৮	মুহাম্মদ রেয়াজুল নাসির	সহকারী কৃষিতত্ত্ববিদ	01913471802	[signature]
২৯	মানিক চন্দ্র কর্মকার	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	01718018710	[signature] ২৪/০৩/১৮
৩০	মো: আকিম উদ্দিন	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	০১৫৫৫৬৩৪১১৪৩	[signature] ২৪/৩/১৮
৩১				
৩২				
৩৩				
৩৪				
৩৫				
৩৬				

বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮
(Bangladesh Plant Genetic Resources Institute Act, 2018)

যেহেতু কৃষির মূল ভিত্তি উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ। তাই দেশের খাদ্য ও কৃষির জন্য উদ্ভিদ কৌলিসম্পদের অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, বৈশিষ্ট্যায়ণ, ডকুমেন্টেশন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ইহাদের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

যেহেতু দেশের উদ্ভিদ কৌলিসম্পদের ওপর নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের পাচার রোধ এবং বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিনিময় ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ থাকা আবশ্যক।

যেহেতু টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২.৫ অনুযায়ী বীজ এবং আবাদযোগ্য জীব বৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণ, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জীন ব্যাংকে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত প্রথাগত জ্ঞান ও কৌলিসম্পদ বিনিময়ের মাধ্যমে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ উন্নয়ন সাধনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

যেহেতু বাংলাদেশ International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture এবং Convention on Biological Diversity এর স্বাক্ষরদাতা দেশ এবং FAO এর Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture এর সদস্য

সেহেতু বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে এই আইনটি আবশ্যক।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন-২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) 'ইনস্টিটিউট' অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট যাহাকে সংক্ষেপে 'বিপিজিআরআই' বলিয়া অভিহিত করা হইবে;

(২) 'কৌলিসম্পদ' অর্থ খাদ্য, কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট উদ্ভিদসম্পদ যাহাদের প্রকৃত বা সম্ভাব্য মূল্যমান রহিয়াছে তেমন উদ্ভিদজাত কৌলিবস্তু (genetic material);

(৩) 'ইন সিটো (*in situ*) সংরক্ষণ' অর্থ প্রতিবেশ এবং প্রাকৃতিক বাসস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশসহ ইহার আশেপাশে কোন প্রজাতির জীবিত জীবসমষ্টি রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা এবং আবাদি উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে যেখানে ইহার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যসহ উদ্ভূত হইয়াছে উহা সংরক্ষণ করা;

(৪) 'এক্স সিটো (*ex situ*) সংরক্ষণ' অর্থ প্রাকৃতিক বাসস্থানের বাহিরে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ সংরক্ষণ;

(৫) 'ইন ভিট্রো (*in vitro*) সংরক্ষণ' অর্থ টিস্যু কালচারের মাধ্যমে কৌলিসম্পদ সংরক্ষণ;

(৬) 'ক্রায়োপ্রিজারভেশন (cryopreservation)' অর্থ তরল নাইট্রোজেনে নির্ধারিত তাপমাত্রায় কৌলিসম্পদ সংরক্ষণ;

(৭) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(৮) 'ধ্বংস' অর্থ দেশের বিলুপ্তপ্রায় বা প্রচলিত জাতের কৌলিসম্পদ ধ্বংস, যাহা পুনরায় আর পাওয়া যাইবে না অথবা 'বিপিজিআরআই'-তে জমাকৃত কৌলিসম্পদের ইনস্টিটিউটের বৈধ অনুমতি ব্যতীত ধ্বংস;

(৯) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১০) 'পাচার' অর্থ ইনস্টিটিউটের বৈধ অনুমতি ব্যতীত কৌলিসম্পদ দেশের বাইরে পাঠানো বা নিয়ে যাওয়া;

(১১) 'পরিচালক' অর্থ এই ইনস্টিটিউটের পরিচালক;

(১২) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৩) 'বোর্ড' অর্থ ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনা বোর্ড;

(১৪) 'ব্যক্তি' অর্থে কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, সমিতি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) 'চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(১৬) 'মহাপরিচালক' অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক;

(১৭) 'সদস্য' অর্থ বোর্ডের সদস্য;

(১৮) 'সম্পদ' অর্থ সকল অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রাধিকার, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসহ নগদ অর্থ, ব্যাংকস্থিতি, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ এবং এইরূপ সম্পত্তি হইতে উদ্ভুত অন্যান্য সকল অধিকার ও স্বার্থ এবং সকল হিসাববহি, রেজিস্টার, রেকর্ডসমূহ এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য সকল দলিল;

(১৯) 'জিন ব্যাংক' অর্থ উপযুক্ত পরিবেশে কৌলিসম্পদের জীবনকাল প্রলম্বন করার একটি সংরক্ষণ কেন্দ্র;

(২০) 'সহযোগী কেন্দ্র' অর্থ ইনস্টিটিউট কর্তৃক স্বীকৃত দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান উদ্ভিদ কৌলিসম্পদের কেন্দ্র।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা**।- (১) এই আইনের অধীনে বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) ইহা একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হইবে।

(৩) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি লোগো এবং সাধারণ সীলমোহর থাকিবে। এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, এই ইনস্টিটিউটের স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

(৪) বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অবস্থিত হইবে।

(৫) সরকার প্রয়োজনে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে;

৫। **বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট এর সাধারণ কার্যাবলী**।-

(১) খাদ্য ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ প্রজাতিগুলির মধ্যে জরিপ চালানো ও তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে এইরূপ প্রজাতিগুলিকে শনাক্তকরণ;

(২) বাংলাদেশের ভিতর এবং দেশের বাহির হইতে গবেষণার লক্ষ্যে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ অনুসন্ধান, সংগ্রহ, প্রবর্তন ও বিনিময় সম্পন্ন করা এবং এই সকল কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন;

(৩) দেশের ভিতরে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত সকল উদ্ভিদ কৌলিসম্পদের একটি সেট সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(৪) গবেষকদের সকল প্রকার কৌলিসম্পদের এক সেট বিপিজিআরআই-এ জমাদানের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) দেশের কৌলিসম্পদ সংরক্ষণে বিভিন্ন পদ্ধতি যথা- ইনসিটো (*in situ*), এক্সসিটো (*ex situ*), ইন ভিট্রো (*in vitro*), ক্রায়োপ্রিজারভেশন (cryopreservation) ইত্যাদির উপযোগী ভৌত ও কারিগরি সুযোগ সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি বীজ ব্যাংকে (Community Seed Bank) উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) সংগৃহীত ও সংরক্ষিত কৌলিসম্পদের পুনরুৎপাদন, মূল্যায়ন, বৈশিষ্ট্যায়ণ, ডকুমেন্টেশন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৮) উদ্ভিদ সংশ্লিষ্ট লোকায়ত জ্ঞান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(৯) উদ্ভিদ কৌলি বৈচিত্র্য (Genetic Diversity) রক্ষা ও কৌলিসম্পদ ক্ষতি ও বিলুপ্তিরোধে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

(১০) দেশের কৌলিসম্পদ পাচার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১১) কৌলিসম্পদ বিষয়ক তথ্য প্রাপ্তির জন্য কম্পিউটারভিত্তিক জাতীয় পিজিআর ডাটাবেজ তৈরি করা এবং তা দক্ষভাবে পরিচালনা;

(১২) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৌলিসম্পদ বিষয়ক দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা;

(১৩) দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতা স্মারকের নিরিখে কৌলিসম্পদ সম্পর্কিত কার্যাবলী বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা ও তা বাস্তবায়নকরণ;

(১৪) জাতীয়ভাবে সংরক্ষিত ভিত্তি (base) ও সক্রিয় (active) কৌলিসম্পদের সংরক্ষণ বিষয়ক যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা, তদারকি এবং সমন্বয় সাধন;

(১৫) ইনস্টিটিউটের কর্ম সম্পাদনের জন্য রিসার্চ এডভাইজরি কমিটি, জার্মপ্লাজম এডভাইজরি কমিটি ইত্যাদি কমিটি গঠন;

(১৬) উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;

(১৭) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের উদ্ভিদ কৌলিসম্পদের অপব্যবহার, ধংস বা পাচার প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬। **আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় কার্যাবলী**।- আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক কৌলিসম্পদ কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় কার্যাবলী-

(১) দেশের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান কৌলিসম্পদ কর্মকান্ড সুদৃঢ় করার জন্য উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্রের মধ্যে একটি জাতীয় কৌলিসম্পদ নেটওয়ার্ক গঠন;

(২) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান প্রতিটি উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্রকে বিপিজিআরআই-এর এক একটি সহযোগী কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করিয়া কর্মসূচী প্রণয়ন;

(৩) দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত কৌলিসম্পদের ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্টেশন ও বিতরণ কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং এই সব কার্যক্রম সমন্বয় সাধন;

(৪) কৌলিসম্পদ বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৫) সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কৌলিসম্পদ বিপিজিআরআই জিন ব্যাংকে জমা;

(৬) কৌলিসম্পদ সংরক্ষণকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কৌলিসম্পদ আদান-প্রদানের জন্য সমন্বয়কের ভূমিকা পালন।

৭। **উপদেষ্টা পরিষদ ও উহার গঠন**।- (১) ইনস্টিটিউটের নীতি ও কার্যাবলী প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:-

(১) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বা তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন;

(৪) অতিরিক্ত সচিব, গবেষণা, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(৫) মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন;

(৭) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(৮) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(৯) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(১০) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(১১) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(১২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১৭) নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড;

(১৮) সরকার কর্তৃক মনোনীত উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী;

(১৯) সরকার কর্তৃক মনোনীত কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত দুইজন প্রতিনিধি, তন্মধ্যে একজন হইবেন অভিজ্ঞ কৃষক এবং অন্যজন বেসরকারি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি;

(২০) মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

৮। **উপদেষ্টা পরিষদের সভা**।- (১) উপদেষ্টা পরিষদ প্রতি বৎসর অন্যূন একবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) উপদেষ্টা পরিষদের সভা, সভাপতির সম্মতিক্রমে সদস্য-সচিবের স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিশ দ্বারা আহুত হইবে।

(৩) সভাপতি উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) উপদেষ্টা পরিষদের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (২) এর ১৬ ও ১৭নং ক্রমিকের অধীন সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য বহাল থাকিবেন।

(৭) উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত যেকোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৮) উপদেষ্টা বোর্ডের কোন সদস্যের সদস্য পদের অবসান হইবে, যদি-

(ক) তাহার সদস্য পদের মেয়াদ উপ-ধারা (৬) অনুসারে উত্তীর্ণ হয়;

(খ) তিনি উপ-ধারা (৭) অনুসারে পদত্যাগ করেন;

(গ) তিনি সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে পরিচালনা বোর্ডের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(ঘ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন;

(ঙ) তিনি কোন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক মানসিক বিকারগ্রস্ত বলিয়া ঘোষিত হন;

(চ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ছ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারী অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন তিন মাস কারাদন্ডে বা অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হন।

৯। **ব্যবস্থাপনা বোর্ড ও উহার গঠন**।- (১) ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক, আর্থিক বিষয় ও দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা বোর্ড থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট, যিনি উহার চেয়ারম্যান হইবেন;

(২) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(৩) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(৪) মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন;

(৫) সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(৭) পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(৮) প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(৯) পরিচালক, গবেষণা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১০) পরিচালক, গবেষণা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১১) পরিচালক, গবেষণা, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১২) বিপিজিআরআই- এর সকল পরিচালকগন, তন্মধ্যে একজন ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন;

১০। **ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভা**।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ব্যবস্থাপনা বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর বোর্ডের কমপক্ষে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ড এর সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্তত ০৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশে সভার তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করিয়া বোর্ডের সচিবের স্বাক্ষরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) কমপক্ষে বোর্ডের এক তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৬) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

১১। **মহাপরিচালক**।- (১) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইনস্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবে, যাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন বিষয় বিশেষজ্ঞ মহাপরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) মহাপরিচালক বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি

(ক) ইনস্টিটিউটের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন;

(খ) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন;

(গ) বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক ইনস্টিটিউটের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

১২। **মহাপরিচালক এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।- (১) বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে মহাপরিচালকের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে-

(ক) ইনস্টিটিউট এর জন্য ক্রয় বা অন্য উৎস হইতে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) ইনস্টিটিউটের ভবন নির্মাণ এবং সংস্কার;

(গ) কোন তফসিলি ব্যাংকে আমানতের হিসাব খোলা এবং বোর্ড এর সিদ্ধান্ত অনুসারে উহার পরিচালনা।

(২) মহাপরিচালক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **অপরাধ ও দন্ড**।- (১) কোনো ব্যক্তি যদি ইনস্টিটিউট কর্তৃক চিহ্নিত বা উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন কৌলিসম্পদেও ব্যবহার করেন, তাহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ধ্বংস করে, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ। উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৯০(নব্বই) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ পাচার করে, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ। উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩৬৫(তিনশত পয়ষট্টি) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৪। **অপরাধ সংঘটনে সহায়তার দন্ড**।- যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনে অন্য কোন ব্যক্তিকে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অপরাধ সংঘটনকারীর সমপরিমাণ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৫। **অপরাধ পুনঃসংঘটনের দন্ড**।- এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য পূর্বে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ দন্ডের দ্বিগুণ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৬। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ**।- Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

১৭। **অপরাধের আমলযোগ্যতা**।- এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

১৮। **কর্মচারী নিয়োগ**।- বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৯। **কমিটি**।- ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

২০। **তহবিল**।- (১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও অন্যান্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশি রাষ্ট্র এবং সংস্থা হইতে প্রাপ্ত সাহায্য, অনুদান ও ঋণ;

(ঙ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশি রাষ্ট্র এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রকল্প সহায়তা;

(চ) ইনস্টিটিউটের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(ছ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হইবে।

২১। **বাজেট**।- ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

২২। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।- (১) ইনস্টিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন ও নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

২৩। **প্রতিবেদন**।- (১) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরপরই বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান-সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

২৪। **ক্ষমতা অর্পণ**।- বোর্ড উহার যেকোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে মহাপরিচালক বা অন্যকোন সদস্য বা ইনস্টিটিউটের অন্যকোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৫। **বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।- এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের হুবহু ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, মূল বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার